ভোরের কাগজ

40

তারিখ ... OCT 04 1999 ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

...শের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে

... বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ...টি। এর অধীনে প্রতিবছর লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় ...রে কৃতকার্য হয়ে আসছে। কিন্তু চার-পাঁচ বছর আগে ...বার পরীক্ষার খাতাপত্রগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য ...টার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। এ ধরনের ব্যবহারের ফলে তবু খাতাপত্রগুলো সঠিকভাবে যে মূল্যায়ন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। কারণ প্রায় সময় দেখা যায় যে, ছাত্রছাত্রীরা ভালোভাবে তাদের পরীক্ষার ফরম পূরণ করার পরও কেন কতিপয় ছাত্রছাত্রীর প্রবেশপত্র; মার্কশিট, সার্টিফিকেট এমনকি বিদ্যালয়ের নামের ক্ষেত্রেও অনেক ভুল দেখা যায়। নিচে এর কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি– একটি বিদ্যালয়ের নাম ইংরেজিতে 'Baruna Chari high School.' কিন্তু কম্পিউটারে নম্বর ফর্দে লেখা হলো– BARUN CHHARI HIGH SCHOOL. আবার এক ব্যক্তির নাম Shanti Ranjan. এভাবে না লিখে SANTI RANYAN লেখা হলো। যা চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের '৯৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের মার্কশিটে দেখা গেছে। অপর আরেক ব্যক্তি Trishangkar এর স্থলে TRISHAHAKAR লেখা হলো। এ ধরনের ভুলগুলো বোর্ডে গিয়ে পুনরায় সংশোধন করলেও দুএকদিনের মধ্যে কাজ হয় না। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক হয়রানির শিকার হচ্ছে।

এখন আমার প্রশ্ন, এ ধরনের খুঁটিনাটি ভুল পুনরায় সংশোধনের জন্য আবারো টাকা নিয়ে তাদের কাছে যেতে হবে কেন?

এ ধরনের ভুলের কারণে সচেতন ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক মহল ধারণা করে যে, হয়তো পরীক্ষার খাতাগুলোও ভালোভাবে মূল্যায়ন করা হয় না, যার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে থাকে। তাই এ ব্যাপারে ভবিষ্যতের জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রমোদ শেখর চাকমা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।